বাংলা

স্কুল বন্ধ। তাই নিয়মিত শিক্ষকদের কাছ থেকে পড়া বুঝে নেওয়া অনেকের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে পড়ুয়াদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় নিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাতায় আলোচনা করছেন বিশিষ্ট শিক্ষকরা। এই সপ্তাহে উচ্চমাধ্যমিকের বাংলার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছেন দিনহাটার পুঁটিমারী উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রলয় ভট্টাচার্য

২০২১ সালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছোটগল্প ভারতবর্ষ। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ রচিত এই ছোটগল্পটি থেকে বহুবিকল্পভিত্তিক, সংক্ষিপ্ত এবং রচনাধর্মী তিন শ্রেণির গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্নোত্তর আজকের পড়াশোনার পাতায় তুলে ধরা হল।

ভারতবর্ষ
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

A) ঠিক উত্তর নির্বাচন করো : –

১) গ্রামীণ বাজারটিতে মনোহারির দোকান রয়েছে–
ক) একটি খ) দুটি
গ) তিনটি ঘ) চারটি
উত্তর–ক) একটি

২) বাজারে জোর জমাটি ভাব থাকে রাতের এই সময় পর্যন্ত–
ক) সাতটা খ) আটটা
গ) নয়টা ঘ) দশটা
উত্তর–গ) নয়টা

৩) বিশাল মাঠ রয়েছে বাজারের কোন দিকে?
ক) পূর্ব খ) পশ্চিম
গ) উত্তর ঘ) দক্ষিণ
উত্তর–গ) উত্তর

৪) ডাওরকে ভদ্রলোকে বলে–
ক) অকাল বর্ষণ খ) প্রবল বর্ষণ
গ)অকাল বাদলা ঘ)পৌষে বাদলা
উত্তর–ঘ) পৌষে বাদলা

৫) চাষাভূষা মানুষ মুণ্ডুপাত করতে থাকল–
ক)আল্লাহ–ভগবানের খ)শত্রুর
গ)প্রতিবেশীর ঘ)ভাগ্যের উত্তর
উত্তর–ক) আল্লাহ ভগবানের

৬) চায়ের দোকানি আজ না হোক কাল পয়সা পাবে কারণ–
ক) ফলন ভালো হয়েছে
খ) লোকের হাতে পয়সা আছে
গ)ধানের মরশুম চলছে
ঘ) লোকজন সৎ
উত্তর–গ) ধানের মরশুম চলছে

৭) ভিখিরি বুড়ির হাতের ছিল–
ক) ডালা খ) থলি
গ) ছাতা ঘ) লাঠি
উত্তর– ঘ) লাঠি

৮) বুড়ি পিঠ ঠেকায়–
ক) ডালে খ) শিকড়ে
গ) খোঁদলে ঘ) দেয়ালে
উত্তর–গ) খোঁদলে

৯) ডাক পুরুষের বচন অনুযায়ী বুধবার বৃষ্টি শুরু হলে থাকবে
ক) দুদিন খ) তিনদিন গ) চারদিন ঘ) পাঁচদিন
উত্তর–খ) তিনদিন

১০) বাদলা শুরু হয়েছিল
ক) মঙ্গলবার খ) বুধবার গ) বৃহস্পতিবার ঘ) শুক্রবার
উত্তর–ক) মঙ্গলবার

১১) নির্ঘাত মরে গেছে বুড়িটা–বক্তা?
ক) করিম ফরাজি খ) ভটচাজ মশাই
গ) মোল্লা সাহেব ঘ) জগা
উত্তর–ঘ) জগা

১২) বাজার থেকে থানার দূরত্ব
ক) চার ক্রোশ খ) পাঁচ ক্রোশ
গ)ছয় ক্রোশ ঘ)সাত ক্রোশ
উত্তর–খ)পাঁচ ক্রোশ

১৩) বাজার থেকে নদীর দূরত্ব
ক) দুই মাইল খ)তিন মাইল
গ) চার মাইল ঘ)পাঁচ মাইল
উত্তর–ক)দুই মাইল

১৪) সবাই দিগন্তে চোখ রাখল এর নামার প্রতীক্ষায়–
ক) বৃষ্টি খ) জ্বর গ) চিল ঘ) শকুন
উত্তর–ঘ) শকুন

১৫) এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গেল–
ক) সকালে খ) দুপুরে গ) বিকেলে ঘ) সন্ধ্যায়
উত্তর–গ) বিকেলে

১৬) বুড়ি কলমা পড়ছিল বলে দাবি করেন–
ক) ভটচাজ মশাই খ) নকড়ি নাপিত
গ) মোল্লা সাহেব ঘ) করিম ফরাজি
উত্তর–গ) মোল্লা সাহেব

১৭) শুনেছি, আপন মনে বলছে হরিবোল হরিবোল–বক্তা?
ক) নিবারণ বাগদি খ)ভটচাজ মশাই
গ) জগা ঘ) নকড়ি নাপিত
উত্তর–ঘ) নকড়ি নাপিত

১৮) একসময় করিম ফরাজি ছিল
ক) চোর খ) ডাকাত
গ) পকেটমার ঘ) লেঠেল
উত্তর–ঘ) লেঠেল

১৯) চৌকিদারের পরনে যে উর্দি ছিল, তার রং
ক) নীল খ) সাদা
গ) খাকি ঘ) কালো
উত্তর–ক) নীল

২০) তারপরই দেখা গেল–
ক) একদল লোক বাঁশের চ্যাংদোলাটা টানছে
খ) বুড়ি উঠে বসছে
গ) অনেক লোক গ্রাম থেকে দৌড়ে আসছে
ঘ) চৌকিদার কাঁপছে
উত্তর–গ) অনেক লোক গ্রাম থেকে দৌড়ে আসছে

২১) ভিড় সরে তাকে পথ করে দিল–তাকে বলতে?
ক) বুড়িকে খ) মোল্লা সাহেবকে
গ) ভটচাজ মশাইকে ঘ) চৌকিদারকে
উত্তর–ক)বুড়িকে

২২) বুড়িকে নদীর চড়ায় ফেলে এসেছিল
ক) হিন্দুরা খ) মুসলিমরা
গ) চৌকিদারের লোকজন ঘ) পুলিশ
উত্তর–ক) হিন্দুরা

২৩) তাঁর স্বপক্ষে অনেক প্রমাণ জুটে গেল–তাঁর বলতে বোঝানো হয়েছে
ক)চৌকিদার খ) মোল্লা সাহেব
গ)ভটচাজমশাই ঘ) নিবারণ বাগদী
উত্তর–গ)ভটচাজ মশাই

২৪) দেখলাম বসা যাবে না–কোথায়?
ক) দোকানে খ) বটতলায়
গ) নদীর চড়ায় ঘ) মাঠ
উত্তর–ক) বটতলায়।

২৫) শীতকালে বৃষ্টির সঙ্গে জোরালো বাতাস বইতে থাকলে তাকে বলা হয়
ক)পৌষে বাদলা খ) শীতের বৃষ্টি
গ) ডাওর ঘ) ফাঁপি
উত্তর–ঘ) ফাঁপি

২৬) বাজারে হাস্কিং মেশিনের পিছন দিকে রয়েছে–
ক) বাঁশ ঝাড় খ) ইট ভাটা
গ) নদী ঘ) মাঠ
উত্তর–খ) ইটভাটা

২৭) স্তব্ধতার অন্তর্গত বলে মনে হয়–
ক) কুকুরের ডাক খ) পেঁচার ডাক
গ) ট্রাকের শব্দ ঘ) শিয়ালের ডাক
উত্তর–খ) পেঁচার ডাক

২৮) তাকে দেখে সবাই তর্ক থামালো–কাকে দেখে?
ক) বুড়ি খ) চৌকিদার
গ) মোল্লা সাহেব ঘ) ভটচাজ মশাই
উত্তর–ক) বুড়ি

২৯) সেটাও ফেলে দিয়ে এল ওরা। কী ফেলে দেওয়া হয়েছিল?
ক) কম্বল খ) লাঠি
গ) কাপড় ঘ) চ্যাংদোলা
উত্তর–ঘ) চ্যাংদোলা

৩০) মোল্লা সাহেব শহরে গিয়ে ছিলেন কারণ–
ক) মামলা ছিল খ)কেনাকাটা ছিল
গ) ধর্মীয় কাজ ছিল ঘ)নিমন্ত্রণ ছিল
উত্তর–ক) মামলা ছিল।

B) অনধিক ২০টি শব্দে উত্তর দাও :–

১) বিমর্ষ সভ্যতার মুখ চোখে পড়ে –কখন?
উত্তর:– গ্রামের কাঁচা রাস্তা ধরে সবুজ ঝোপের ফাঁকে যখন কোনও যুবক বা যুবতী আহমেদাবাদের কারখানায় তৈরি পোশাক পরে এগিয়ে আসে তখন বিমর্ষ সভ্যতার মুখ চোখে পড়ে।

২) তারপর আকাশ ধূসর হলো মেঘে কিসের পর?
উত্তর:– গ্রামীণ বাজারটির উত্তর দিকের বিশাল মাঠ থেকে কনকনে ঠান্ডা বাতাস বয়ে আসবার পর আকাশ মেঘে ধূসর হল।

৩) লোকের মেজাজ গেল বিগড়ে–এর কারণ কী?
উত্তর:– মাঠের ধান কাটা শেষ হবার আগেই ফাঁপির প্রাদুর্ভাব ঘটে। এতে ধান ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে লোকের মেজাজ বিগড়ে গেল।

৪) কোনও কোনও যুবক চাষি চেঁচিয়ে বলে দিল–কোন কথা?
উত্তর :– কোনও কোনও যুবক চাষি চেঁচিয়ে বলে দিল যে মাথার উপর কেউ নেই।

৫) মারামারির উপক্রম হয় কখন?
উত্তর :– ফাঁপির কারণে মাঠের ধান ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশঙ্কায় গ্রামীণ মানুষের মেজাজ ক্ষিপ্ত থাকায় কথায় কথায় তর্ক ও মারামারি উপক্রম হয়।

৬) এইটুকুই যা সুখ তখন সুখটুকু কী?
উত্তর :– কর্মহীন অলস দিনে গ্রামীণ মানুষ চলে আসে উনুনের পাশে। হাত পা সেঁকে নেওয়ার সুখটুকুই তারা পায়।

৭) সেটাই সবাইকে অবাক করেছিল। কোন ঘটনা?
উত্তর:– থুত্থুড়ে কুঁজো ভিখিরি বুড়ি ভয়ংকর প্রাকৃতিক দুর্যোগেও কীভাবে বেঁচে রয়েছে, হেঁটে বাজারে এসেছে তা সবাইকে অবাক করল।

৮) তোমাদের কত্তাবাবা টাট্টু। কোন উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা বলা হয়েছে?
উত্তর :– বুড়িকে তেজি টাট্টু ঘোড়ার সঙ্গে তুলনা করে রসিকতা করা হলে এর পরিপ্রেক্ষিতে বুড়ি উদ্ধত মন্তব্য করে।

৯) নির্ঘাত মরবে বুড়িটা। একথা বলার কারণ কী?
উত্তর:– ফাঁপি মাথায় করে চায়ের দোকানে এসে পুনরায় দুর্যোগের মধ্যেই রওনা দেওয়াতে এ কথা বলা হয়।

১০) সে বৃক্ষবাসিনী, এমন ভাবনার কারণ কী?
উত্তর:– চায়ের দোকান থেকে বুড়ি বটতলায় যায়। গাছের খোঁদলে পিঠ ঠেকিয়ে যেভাবে সে মোটা শিকড়ে বসে ,তার ভিত্তিতেই এই ভাবনা।

১১) ডাক পুরুষের পুরোনো বচনটি কী?
উত্তর:– ডাকপুরুষের পুরোনো বচনটি হল শনিতে সাত, মঙ্গলে পাঁচ, বুধে তিন–বাকি সব দিন দিন।

১২) সবাই আবিষ্কার করল–কী আবিষ্কার করল?
উত্তর:– সবাই আবিষ্কার করল, বটতলায় গাছের সেই খোঁদলে পিঠ ঠেকিয়ে বুড়ি নিঃসাড় অবস্থায় পড়ে আছে।

১৩) বিজ্ঞ চৌকিদারের পরামর্শ মানা হল। পরামর্শটি কী?
উত্তর:– চৌকিদার থানায় খবর দিতে বারণ করে। সে বুড়িকে নদীতে ফেলে আসবার পরামর্শ দেয়।

১৪) হঠাৎ বিকেলে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গেল। দৃশ্যটি কী?
উত্তর:– মাঠ পেরিয়ে একটি চ্যাংদোলা আসতে দেখা গেল।

১৫) গাঁয়ের মোল্লা সাহেব অকাট্য শপথ করে বললেন। কোন কথা?
উত্তর:– ফজরের নমাজ সেরে বাস ধরতে আসার সময় তিনি বুড়িকে কলমা পড়তে শুনেছেন।

১৬) তাই দেখা হল না ব্যাপারটা। ব্যাপারটা দেখা হলো না কেন?
উত্তর:– ফজরের নামাজ সেরে সাতসকালেই মোল্লা সাহেবের শহরে যাবার তাড়া ছিল। এটা ছিল তাঁর মামলার দিন।

১৭) আমি স্পষ্ট শুনেছি বক্তা। কী শুনেছিলেন?
উত্তর:– বক্তা ভটচাজ মশাই দাবি করেন, তিনি বুড়িকে শ্রীহরির নামজপ করতে শুনেছেন।

১৮) লাইলাহা ইল্লাল্লকথাটির অর্থ কী?
উত্তর:– কথাটির অর্থ, ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়।

১৯) নিবারণের চ্যাঁচানি চিৎকার বরদাস্ত করবে কেন সে? এরকম যুক্তির কারণ কী?
উত্তর:– দাগি ডাকাত নিবারণের চ্যাঁচানি করিম ফরাজি সহ্য করবে না,কারণ সেও ছিল পেশাদার লেঠেল।

২০) দু'পক্ষকেই কিছু বলার চেষ্টা করছে। কে, কখন?
উত্তর:– হিন্দু ও মুসলিমরা যখন সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বাঁধাবার জন্য পূর্ণ প্রস্তুত, চৌকিদার তখন দু'পক্ষকেই কিছু বলার চেষ্টা করে।

২১) তারপরই দেখা গেল এক অদ্ভুত দৃশ্য। দৃশ্যটি কী?
উত্তর:– বুড়ির মড়াটা নড়তে নড়তে উঠে বসার চেষ্টা করে।

C) নীচের প্রশ্নগুলির অনধিক ১৫০ শব্দে উত্তর দাও :–

১) পিচের সড়ক বাঁক নিয়েছে যেখানে, সেখানেই গড়ে উঠেছে একটা ছোট্ট বাজার। এই বাজারের বিবরণ দাও।

উত্তর:– আধুনিক কথাসাহিত্যের স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত স্রষ্টা সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। তাঁর জনপ্রিয় একটি ছোটগল্প ভারতবর্ষ। এই ছোটগল্পের শুরুতেই একটি গ্রামীণ বাজারের বিবরণ রয়েছে। বাজারটি গড়ে উঠেছে পিচঢালা রাস্তার একটি বাঁকে। বাজারটির ঠিক পিছনেই রয়েছে ঘন বাঁশবনে ঢাকা গ্রাম। বাজারের উত্তর দিকে রয়েছে বিশাল মাঠ। গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকলেও বাজারটিতে রয়েছে। সন্ধ্যা থেকেই বিদ্যুতের আলোয় ঝলমল করে এই বাজার। ছোট্ট এই বাজারটিতে রয়েছে তিনটি চায়ের দোকান, সন্দেশের দোকান দুটো। এখানে তিনটি পোশাকের দোকানও রয়েছে। রয়েছে দুটি মুদিখানা। এমনকি এখানে একটি মনোহারি দোকান আছে। উপরন্তু রয়েছে একটি আড়ত এবং একটি হাস্কিং মেশিন। হাস্কিং মেশিনের পেছনদিকে রয়েছে একটি ইটভাটা। চার পাশের গ্রাম থেকে মানুষ এই বাজারে ভিড় জমায়। রাত নটা অবধি বাজারটিতে বেশ জমাটি ভাব থাকে। এরপর এই বাজার ফাঁকা হতে শুরু করে। পিচ ঢালা রাস্তার উপর ঘোরাফেরা করে কিছু নেড়ি কুকুর। মাঝে মাঝে নিস্তব্ধতাকে খানখান করে দূর শহরের দিকে এগিয়ে যায় ট্রাক। পুনরায় স্তব্ধতায় ডুবে যায় এই ছোট্ট গ্রামীণ বাজার। রাস্তার বাঁকের মুখে যে আদ্যিকালের বুড়ো বটগাছটি রয়েছে, তার ডাল থেকে পেঁচার ডাক শোনা যায়। তা যেন এই নিস্তব্ধতারই একটা অঙ্গ।

২) সেই সময় এল এক বুড়ি। ভারতবর্ষ ছোটগল্প অবলম্বনে এই বুড়ির বিবরণ দাও।

উত্তর– সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ছোটগল্প সম্ভারের এক অমূল্য রত্ন ভারতবর্ষ। এই ছোটগল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র একটি বুড়ি। সে আসলে একটি প্রতীকী চরিত্র। গল্পকার এই বুড়িকে ব্যবহার করেছেন আবহমানকালের ভারতবর্ষের প্রতীকী চরিত্র হিসেবে। রাঢ়বঙ্গ যখন ফাঁপির কবলে, কৃষিজীবী মানুষের মাঠের কাজ বন্ধ থাকায় তারা বিমর্ষ, চিন্তিত তখন এক গ্রামীণ বাজারে এই বুড়ির আবির্ভাব ঘটে। ফাঁপির মধ্যেই সে যেভাবে হেঁটে হেঁটে বাজারের চায়ের দোকানে এল, তাতে দোকানে উপস্থিত লোকজন অবাক হয়ে গেল। থুত্থুড়ে কুঁজো এই ভিখিরি বুড়ির রাক্ষসী চেহারা। তার মাথাভর্তি পাকাচুল। বুড়ির পরনে একটি নোংরা, ছেঁড়া কাপড়। তার গায়ে জড়ানো একটি চিটচিটে তুলোর কম্বল। ভিখিরি বুড়ির এক হাতে বেঁটে লাঠি। তার মুখ ক্ষয়া, খর্বুটে। মুখের অজস্র বলিরেখা বুড়ির সুদীর্ঘ আয়ুর চিহ্নকে প্রকট করে তুলেছে। বুড়ি চায়ের দোকানে ঢুকে খুব আরাম করে চা পান করে সবার মুখের দিকে তাকায়। সে কোথা থেকে এসেছে তা যখন জানতে চাওয়া হয়, উত্তরে বুড়ি জানতে চায়, সে কথায় তোমাদের কাজ কী বাছারা? বুড়ি তেজকে একজন তেজি টাট্টুর সঙ্গে তুলনা করলে খেপে গিয়ে সে বলে, তোমাদের কত্তাবাবা টাট্টু! চায়ের দাম মিটিয়ে বুড়ি রাস্তার বাঁকের মুখের আদ্যিকালের বুড়ো বটগাছটার খোঁদলে পিঠে রেখে মোটা শিকড়টায় গিয়ে বসে।

৩) নির্ঘাত মরে গেছে বুড়িটা। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে গ্রামীণ জনতা বুড়িকে নিয়ে কী করল?

উত্তর:– কথাসাহিত্যের আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্র সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ভারতবর্ষ ছোটগল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র এক থুত্থুড়ে কুঁজো ভিখিরি বুড়ি। গ্রামীণ রাঢ়বঙ্গ যখন ফাঁপির কবলে তখন পিচের সড়কের বাঁকে গড়ে ওঠা এক গ্রামীণ বাজারে এই বুড়ির আবির্ভাব। সে আশ্রয় নেয় পাকা রাস্তার বাঁকের মুখের আদ্যিকালের বড় বটগাছ তলায়। ফাঁপি থামলে বুড়িকে সেখানেই নিথর অবস্থায় পাওয়া যায়।ত ার শীতল নিথর দেহ পরীক্ষা করে স্থানীয় মানুষ ভেবে নিল, সে মারা গেছে। এই পরিস্থিতিতে চৌকিদারকে খবর দেওয়া হলে চৌকিদার এসে পরামর্শ দিল, দূরবর্তী থানায় খবর দিয়ে কাজ নেই। তারচেয়ে লদীতে ফেলে দিয়ে এসো।ঠিক গতি হয়ে যাবে–যা হবার । হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন চৌকিদারের পরামর্শ মোতাবেক একটি বাঁশের চ্যাংদোলায় বুড়িকে ঝুলিয়ে নিয়ে মাঠ পার হয়ে নদীর শুকনো চড়ায় ফেলে রেখে এল। চ্যাংদোলাটিও থাকলো নদীর চড়ায়। বিকেলের দিকে হঠাৎ এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গেল। মুসলিম পাড়ার লোকেরা ওই চ্যাংদোলাটিতে করেই বুড়িকে নিয়ে কবর দিকে চলল। তারা বাজারের কাছে আসতেই শুরু হলো গুঞ্জন। ওই বুড়ি হিন্দু না মুসলমান, তার সৎকারের দায়িত্ব হিন্দুরা নেবে না মুসলিমরা–এই নিয়ে শুরু হলো তীব্র টানাপোড়েন।

৪) শেষ রোদের আলোয় সে দূরের দিকে ক্রমশ আবছা হয়ে গেল। কার কথা বলা হয়েছে? সে ক্রমশ আবছা হয়ে গেল কেন?

উত্তর– সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ রচিত ভারতবর্ষ ছোটগল্প থেকে অংশটি উদ্ধৃত। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র থুত্থুড়ে বুড়িটির ক্রমশ আবছা হয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। গ্রামীণ রাঢ়বঙ্গ ভয়ংকর ফাঁপিতে যখন বিপর্যস্ত তখন এই বুড়ি বাজার সংলগ্ন বটগাছতলায় আশ্রয় নেয়। দুর্যোগ কাটলে বাজারের লোকজন আবিষ্কার করল, বটতলায় বুড়ি চিৎ হয়ে পড়ে আছে। তার নিস্পন্দ শীতল শরীর পরীক্ষা করে মনে হলো সে মরে গেছে।

হিন্দুরা বুড়িকে নদীর চড়ায় রেখে ফিরে এল। বিকেলের দিকে মুসলিম পাড়ার লোকেরা সেখান থেকে বুড়িকে তুলে নিয়ে চলল কবর দিতে। এবার বুড়ি হিন্দু না মুসলমান, এই প্রশ্নে শুরু হল তীব্র টানাপোড়েন। উভয়পক্ষের মিথ্যা সাক্ষ্য, ধর্মযুদ্ধের প্রস্তুতি আতঙ্ক ছড়াল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যখন শুরু হয় হয় তখন ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো বুড়ি। কাণ্ডকারখানা দেখে সে ফ্যাকফ্যাক করে হাসতে লাগল। বুড়ির কাছে জানতে চাওয়া হল, তুমি হিন্দু না মুসলমান? উত্তরে বুড়ি বলল, 'ওরে নরকখেকোরা, ওরে শকুনচোখারা। আমি কী তা দেখতে পাচ্ছিস নে?' বুড়ি বুঝিয়ে দিল, তার ধর্ম মানবিকতা, তার প্রধান পরিচয় সে মানবী। ধর্মীয় বিদ্বেষ যেখানে মানবিকতাকে গ্রাস করে, সেখানে মানবী থাকতে পারে না। তাই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম, উগ্র ধর্মান্ধ জনতার সান্নিধ্য ছেড়ে সে পা বাড়াল দূরে, বহুদূরে।

৫) বুড়ি, তুমি হিন্দু না মুসলমান? এখানে কোন বুড়ির কথা বলা হয়েছে? এই বুড়ির ধর্মীয় পরিচয়কে ঘিরে যেভাবে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের প্রেক্ষিত গড়ে ওঠে, তার বিবরণ দাও।
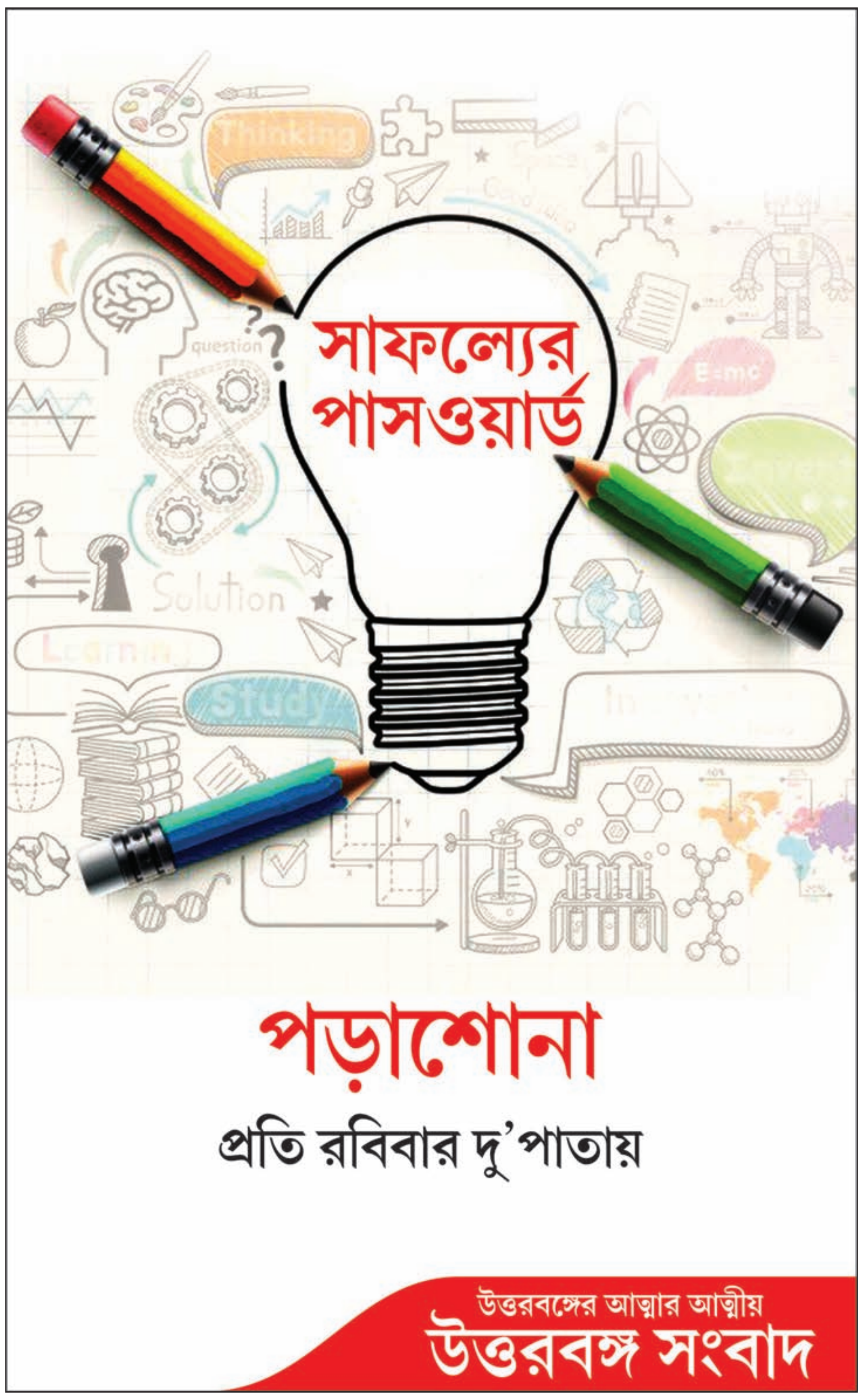
উত্তর– সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ রচিত ভারতবর্ষ ছোটগল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র কুঁজো এক বুড়ি। তার কথাই এখানে বলা হয়েছে। গ্রামীণ রাঢ়বঙ্গ যখন ফাঁপি বিধ্বস্ত তখন ছোট্ট এক গ্রামীণ বাজার সংলগ্ন বটগাছের তলায় আশ্রয় নেয় এই বুড়ি। ফাঁপি থামলে বুড়িকে নিঃসাড় নিস্পন্দ পড়ে থাকতে দেখে ধরে নেওয়া হয়, সে মৃত। হিন্দুরা চৌকিদারের পরামর্শমতো বুড়িকে নদীর চড়ায় রেখে আসে। বিকেলে মুসলিমরা সেই বুড়িকে তুলে নিয়ে চলে কবর দিতে। বুড়ি হিন্দু না মুসলমান–এই প্রশ্নে টানাপোড়েন, বাদানুবাদ, তর্কবিতর্ক চরমে ওঠে। উভয়পক্ষের তরফেই বুড়ির ধর্মীয় পরিচয়কে ঘিরে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া হয়। দলে দলে লোক মারাত্মক অস্ত্র হাতে বুড়ির দেহের দু'পাশে দাঁড়িয়ে পড়ে। ভটচাজ মশাইয়ের নেতৃত্বে হিন্দুরা এবং মোল্লা সাহেবের নেতৃত্বে মুসলমানরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। মোল্লা সাহেব মুসলিমপক্ষকে উদ্বুদ্ধ করতে মাঝেমাঝেই চিৎকার করতে থাকেন, 'মোছলেম ভাই সকল! জেহাদ, জেহাদ। নাকায়েতকবির–আল্লাহু আকবর!' পক্ষান্তরে মশাই গর্জন করে বলেন, 'জয় মা কালী! যবন নিধনে অবতীর্ণ হও মা। গ্রামীণ বাজার রক্তস্নাত হবার উপক্রম হয়।'